e-mail : prabhuhaldar@gmail.com

পরিবেশ রক্ষায় মাসিক মুখপত্র
বিশেষ সংখ্যা ঃ শিক্ষা সংক্রান্ত

আজকের বসুন্ধরা

আগামী সংখ্যায় ঃ শিক্ষা সংক্রান্ত

কনিষ্ঠতম লেখক

★ সবে চার। এই বয়সে অনেকে পরিষ্কার করে কথাই বলতে পারে না। আর অসমের উত্তর লখিমপুরের অয়ন গগৈ গোহাঁই কি না এখনই একটি বই লিখে ফেলেছে! একরত্তি অয়নকে দেশের কনিষ্ঠতম লেখকের শিরোপা দিয়েছে 'ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডস'। নিজের লেখা 'হানিকোম্ব'-এ মনের কথা লিখেছে অয়ন। ছবিও এঁকেছে। *(৬.৬.১৮)*

দু' নম্বরে বাংলা ভাষা

★ হিন্দির পর দেশে সবচেয়ে বেশি মানুষ বাংলায় কথা বলেন। জানা গেল ২০১১ সালের জনগণনায়। ৪৩.৬৩% নাগরিক হিন্দি বলেন। গত জনগণনা অনুযায়ী দেশের ৮.১১% মানুষের মাতৃভাষা বাংলা। তালিকায় তিন নম্বরে রয়েছে মারাঠি ভাষা। গতবার ওই জায়গায় ছিল তেলুগু। *(২৮.৬.১৮)*

M. - 8926420134, 8436644591 ◆ VOL-9 ◆ ISSUE- 10 ◆ AUGUST 2020 ◆ REGD. RNI NO.-WBBEN/2011/41525 ◆ RS. - 2.00 ONLY.

করোনা ও আমপানে জয়গোপালপুর গ্রামবিকাশ কেন্দ্র মানুষের পাশে

★ **দিলীপ সরদার ঃ** করোনা ও আমপান ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সহায়তা করে চলেছে বাসন্তীর স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা জয়গোপালপুর গ্রামবিকাশ কেন্দ্র। বাসন্তী, গোসাবা, সন্দেশখালি ও ক্যানিং ব্লকে মূলত চিঁড়ে, আলু, ডাল, সরষের তেল, পিঁয়াজ, সোয়াবিন, আনাজ - পটোল, বিস্কুট, ছোলা, মাস্ক, সাবান ও ত্রিপল ধারাবাহিকভাবে দিয়ে চলেছে। **সহযোগিতায় - আই.জি.এফ ডেনমার্ক, বিরগিট ওয়েগার্ড, ডাঃ এ্যাডাম ওয়েগার্ড, জয়ডু বাংলা, উবু ডেনমার্ক অভিযান রিক্রিয়েশন ক্লাব, মালয়েশিয়া, আরইসি শিলচর ৯৬ ব্যাচ, বিই কলেজ ৯৩ ব্যাচ, কলকাতা লায়ন্স ক্লাব, ধ্যান ফাউন্ডেশন ও কিছু বন্ধু সংস্থা।**

মাসের নাম	স্থান	মোট পরিবার
মে	হরেকৃষ্ণপুর, ভরতগড়, বিরিঞ্চিবাড়ি, ৪নং গোরানবোস, রানিগড়, হিরণ্ময়পুর, জয়গোপালপুর, রাধারানীপুর, ৪নং হরেকৃষ্ণপুর, জ্যোতিষপুর, ৪নং ভরতগড়, হরেকৃষ্ণপুর, জয়গোপালপুর, রাধারানীপুর, জ্যোতিষপুর ঝড়খালী মোট গ্রাম - ১৬টি	৭২০
জুন	রাধারানীপুর, ৪নং ভরতগড়, শিবগঞ্জ, আমলামেথি, জয়গোপালপুর, হরেকৃষ্ণপুর, জ্যোতিষপুর, রাধারানীপুর, রানীগড়, ছোটমোল্লাখালী, বেড়মজুর, আনন্দাবাদ, ভরতগড় বাগবাগান, রানীগড়, জয়গোপালপুর, কাছারীপাড়া, রাধারানীপুর মসজিদবাটী, মহেশপুর, ৩নং গোরানবোস, হরেকৃষ্ণপুর, নফরগঞ্জ, জয়গোপালপুর	
	কুমিরমারী, আমতলী, গোরানবোস, ৪নং গোরানবোস, ৪নং ভরতগড়, ৬নং দক্ষিণ গোরানবোস, ভাসাপাড়া, মহেশপুর, জয়গোপালপুর, কৃষ্ণনগর, ৪নং গোরান বোস মোট গ্রাম - ৩৪	৬৪৭
জুলাই	গোবিন্দকাটী, ছোটমোল্লাখালী মোট গ্রাম - ২টি	১৮০
পরিবারের প্রত্যেকে ত্রিপল পেয়েছে		মোট ১৫৪৭

ডেনমার্ক - ৪৩

কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়

★ **মোহাম্মদ ফয়সাল ঃ** ডেনমার্ক, সুইডেন, নরওয়ে, ফিনল্যান্ড ও আইসল্যান্ড এই পাঁচটি দেশের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা এলেই কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম চলে আসে সবার আগে। বিশ্বের সবকটি র‍্যাঙ্কিং সংস্থার জরিপে নরডিক অঞ্চলের সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে বেশ অনেক বছর ধরে কোপেনহেগেন ইউনিভার্সিটির নাম শীর্ষে অবস্থান করছে।

উত্তর ইউরোপের সেরা ও সবচেয়ে প্রাচীন এই বিশ্ববিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠা ১৪৭৯ সালে। এ পর্যন্ত এ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ ও মেডিসিন বিভাগ ৮টি নোবেল পুরস্কার লাভের অসামান্য গৌরব অর্জন করেছে। বর্তমানে কোপেনহেগেন ইউনিভার্সিটির ৬টি ফ্যাকাল্টি এবং ১০০টি বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট ও গবেষণা সেন্টারে প্রায় ৪০ হাজার ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করছেন। যার মধ্যে ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টের সংখ্যাও নেহাত কম নয়। প্রায় ৫ হাজারের বেশি। এই বিশ্ববিদ্যালয় কর্মসংস্থান করেছে প্রায় ৭ হাজার *এরপর দুয়ের পাতায়*

শিক্ষা সংক্রান্ত

একটা বই, দাম ৯ কোটি

★ একটা বইয়ের দাম ৯ কোটি ৪ লক্ষ ১৯ হাজার ১৭৫ টাকা। মার্কিন প্রকাশনা সংস্থা মারভেল কমিক্স জানিয়েছে, তাদের প্রথম প্রকাশিত কমিক্স বইটি নিলামে এই আকাশছোঁয়া দর পেয়েছে। বইটি একটি ঐতিহাসিক কমিক্সের। যা ১৯৩৯ সালে টাইমলি কমিক্স কোম্পানি প্রকাশ করেছিল। সেই কপি মাত্র ১০ সেন্টে বিক্রি হয়েছিল। পরে তার নাম হয় মার্ভেল কমিক্স। চিত্রনাট্যকার স্টান লি-র পরিচালনায় ১৯৬০-এর দশকে মার্ভেল এমন সুপারহিরো তৈরি করেছিল, যা আজ আইকনিক হয়ে উঠেছে। সিনেমাটি বিশ্বজুড়ে বক্স অফিসকে হিট করে। উল্লেখ্য, এই প্রকাশনা সংস্থা থেকেই স্পাইডারম্যান, এক্সম্যান, দ্য অ্যাভেঞ্জার্স-এর মতো কালজয়ী বই প্রকাশ হয়। *(২৬.১১.১৯)*

জনসংখ্যা ৮০ লক্ষ, আর ভাষা ৮০০

★ বর্তমানে পাপুয়া নিউ গিনির জনসংখ্যা প্রায় আশি লক্ষের কিছু বেশি কিন্তু শুনলে অবাক হতে হয়, এদের সকলের মুখে আটশোরও বেশি ভাষা প্রচলিত। এইসব ভাষার মধ্যে সবচেয়ে পুরনো ভাষাটি হল পাপুয়ান। বহু যুগের ওপার হতে কয়েক'হাজার বছর আগে থেকে এই ভাষাটির প্রচলন ছিল। কিন্তু মাত্র ৮০ লক্ষ লোক যে দেশে সেখানে শয়ে শয়ে ভাষার প্রচলন কীভাবে হল সেটি সত্যিই বিস্ময়ের। এই দেশটি ভৌগোলিক দিক থেকে অস্ট্রেলিয়ার খুব কাছেই। ফলে সেখান থেকেও অভিবাসন হয়ে এখানে মিশ্র সংস্কৃতি, নানা জাতি ও ধর্মের ও ভাষাভাষীর মানুষের সমাগম এই দেশে। হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে বিভিন্ন গোত্রের লোক একে অন্যের থেকে আলাদাই থাকত। কারও সঙ্গে কারও সেই অর্থে কোনও যোগাযোগ ছিল না। সকলেরই ভিন্ন ভিন্ন ভাষা হয়। এই ভাষাগুলো যেমন চরিত্রগত দিক থেকে একেবারেই মৌলিক, তেমনি বিদেশি ভাষার কোনও প্রভাবও এর উপর পড়েনি।

বইতে মালালা

★ মালালা এবার মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমে। পাকিস্তানে নারীশিক্ষার প্রসারে উদ্যোগী মালালা ইউসুফজাইয়ের লেখা বই 'আই অ্যাম মালালা'কে এবার আমেরিকার জর্জ ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। কয়েকমাস আগে সোয়াত উপত্যকায় শিক্ষা প্রচারে গেলে তালিবানের গুলির শিকার হয় মালালা। তার পর সুস্থ হয়ে উঠতেই দেশের তালিবানি আধুনিক এলাকার মেয়েদের দুর্দশার কাহিনি নিয়ে বই লেখে। *(২৪.১০.১৩)*

পরিবেশ

পরিবেশ রক্ষায় জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা কমিটি

★ পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা কমিটি অর্থাৎ বায়োডাইভারসিটি ম্যানেজমেন্ট কমিটি তৈরির নির্দেশ দিল পঞ্চায়েত দপ্তর। ওই দপ্তরের সচিব দিব্যেন্দু সরকার গত ৩০ জুলাই '১৯ এক নির্দেশিকায় (মেমো নং - ৫৩৫৬-২৪) প্রত্যেক জেলাশাসককে ওই কমিটি গড়তে বলেছেন। গত বছরের ৮ আগস্ট ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইবুন্যালের পক্ষ থেকে প্রতিটি পুরসভা ও পঞ্চায়েত বায়োডাইভারসিটি ম্যানেজমেন্ট কমিটি তৈরি করতে নির্দেশ দেওয়া হয়। সেই নির্দেশ মেনে পঞ্চায়েত সমিতিতে ইতিমধ্যেই এমন কমিটি তৈরি হয়েছে, এবার গ্রাম পঞ্চায়েত ও জেলা পরিষদে অবিলম্বে কমিটি গড়তে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পরিবেশ রক্ষা ও বন্যপ্রাণ সংরক্ষণের দিকে বিশেষ নজর দিয়েছে সরকার। তাই একশো দিনের কাজে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি রাখা হয়েছে। এই কর্মসূচিতে বড় রাস্তার ধারে গাছ লাগানোর কথা হয়েছে। পরিবেশ বাঁচাতে গাছ লাগানোর যেমন কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে, ঠিক তেমনই বন্যপ্রাণ সংরক্ষণের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। কোথায় কোথায় কী ধরনের প্রাণী আছে, সেই তালিকা তৈরি করতে বলা হয়েছে। পরিবেশ রক্ষার দায়িত্ব শুধু পরিবেশ দপ্তরের উপরে নয়, নবান্ন চায়, পঞ্চায়েত ও পুরসভাকেও সেই দায়িত্ব নিতে হবে। এবার তা বাধ্যতামূলক করার জন্য একটি জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা কমিটি গড়ার নির্দেশ দিল পঞ্চায়েত দপ্তর। ওই কমিটিতে যেমন জনপ্রতিনিধি থাকতে পারেন, আবার সেই এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরও রাখা হবে। কী ধরনের কমিটি হবে, কারা কারা থাকবেন, তার গাইডলাইন ঠিক করে দেওয়া হয়েছে। *(৩.৮.১৯)*

ভুয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকা

প্রতিষ্ঠানের নাম	রাজ্য
মৈথিলি ইউনিভার্সিটি	দ্বারভাঙা, বিহার
কমার্সিয়াল ইউনিভার্সিটি লিমিটেড	দ্বারভাঙা, বিহার
ইউনাইটেড নেশনস ইউনিভার্সিটি	দিল্লি
ভোকেশনাল ইউনিভার্সিটি	দিল্লি
এডিআর — সেন্ট্রিক জুরিডিক্যাল ইউনিভার্সিটি	নিউজিল্যান্ড
ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং	নিউজিল্যান্ড
বিশ্বকর্মা ওপেন ইউনিভার্সিটি ফর সেল্ফ এমপ্লয়মেন্ট	নিউজিল্যান্ড
আধ্যাত্মিক বিশ্ববিদ্যালয় (স্পিরিচুয়াল ইউনিভার্সিটি)	দিল্লি
বারাগানডি সরবরা ওয়ার্ল্ড ওপেন ইউনিভার্সিটি এডুকেশন সোসাইটি	কর্নাটক
সেন্ট জনস ইউনিভার্সিটি	কেরালা
রাজা আরবি ইউনিভার্সিটি	নাগপুর
ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব অল্টারনেটিভ মেডিসিন	চৌরঙ্গি রোড, কলকাতা
ইন্সটিটিউট অব অলটারনেটিভ মেডিসিন অ্যান্ড রিসার্চ	ঠাকুরপুকুর, কলকাতা
বারাণসীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়	বারাণসী, উত্তরপ্রদেশ, দিল্লি
মহিলা গ্রাম বিদ্যাপীঠ/ বিশ্ববিদ্যালয় (উইমেন ইউনিভার্সিটি)	এলাহাবাদ
গান্ধি হিন্দি বিদ্যাপীঠ	এলাহাবাদ
ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব ইলেকট্রো কমপ্লেক্স হোমিওপ্যাথি	কানপুর
নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস ইউনিভার্সিটি (ওপেন ইউনিভার্সিটি)	আলিগড়, উত্তরপ্রদেশ
উত্তরপ্রদেশ বিশ্ববিদ্যালয়	মথুরা, উত্তরপ্রদেশ
মহারাজা প্রতাপ শিক্ষা নিকেতন বিশ্ববিদ্যালয়	মথুরা, উত্তরপ্রদেশ
ইন্দ্রপ্রস্থ শিক্ষা পরিষদ	নয়াডা, উত্তরপ্রদেশ
নবভারত শিক্ষা পরিষদ	শক্তিনগর, রাউরকেলা
নর্থ ওড়িশা ইউনিভার্সিটি অব এগ্রিকালচার অ্যান্ড টেকনোলোজি	ময়ূরভঞ্জ, ওড়িশা
বোধি অ্যাকাডেমি অব হায়ার এডুকেশন	পন্ডিচেরি

বিবেকানন্দ কমিউনিটি কলেজ ফর ভোকেশনাল এডুকেশন
পরিচালনায় - জয়গোপালপুর গ্রামবিকাশ কেন্দ্র

বর্তমানে কর্মক্ষেত্রে সংকটপূর্ণ পরিস্থিতিতে নিজের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে, আয়ের বৃদ্ধি ও সুনিশ্চিত করতে জয়গোপালপুর গ্রামবিকাশ কেন্দ্র নিরলস প্রচেষ্টা করে চলেছে। বেকারত্ব দূরীকরণ ও উজ্জ্বল ভবিষ্যত গড়ার লক্ষ্যে এতদাঞ্চলের সাধারণ যুবক যুবতীদের বিনা খরচে প্রশিক্ষণ নেওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে এই সংগঠন।

উদ্দেশ্য

❖ পুঁথিগত বিদ্যার পরিবর্তে হাতে কলমে কাজের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি ❖ ভবিষ্যত প্রজন্মকে আরো গতিশীল করা ❖ ধারাবাহিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতার মান বৃদ্ধি ❖ বিশেষ চাহিদা ভিত্তিক বিষয় নির্বাচন ❖ দেশি ও বিদেশি প্রশিক্ষকদের যৌথ উদ্যোগে যুগোপোযোগী প্রশিক্ষণ

বিষয় ঃ ১) ছুতোর ২) পাইপ লাইন ৩) গাড়ি মেরামত ৪) কালাই

ঃ শর্তাবলী ঃ

❖ বয়স হতে হবে ১৬ বছরের উর্ধ্বে ❖ শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি বা তার বেশি ❖ নির্দিষ্ট সময়ে ও ক্লাসের দিনগুলিতে বাধ্যতামূলক উপস্থিত থাকতে হবে ❖ কোর্স শেষ হওয়া পর্যন্ত ধারাবাহিক ও নিরবিচ্ছিন্নভাবে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ ❖ সংগঠনের সাধারণ নিয়মাবলী পালন ও শৃঙ্খলা রক্ষা ❖আধার কার্ডের জেরক্স ও ১ কপি ছবি (পাসপোর্ট) জমা দিতে হবে

প্রশিক্ষণ শুরু হবে ১ মার্চ থেকে এবং আসন সংখ্যা ৩০

যোগাযোগ ঃ জয়গোপালপুর গ্রামবিকাশ কেন্দ্র
জয়গোপালপুর, জে.এন.হাট, বাসন্তী, দঃ ২৪ পরগনা, ৭৪৩৩১২
মোবাইল - ৯০৯১২০২৮৩৮, ৯৭৩২৭১৬৯২৬, ৯৭৩৫৫১২৬৯৫

কি বিচিত্র এই প্রাণিজগৎ - ৪৫

বিষ থেকে ক্ষত সারানোর ওষুধ

★ অসমের তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা রাসেল ভাইপার প্রজাতির সাপের বিষে এমন একটি বিশেষ পেপটাইডের সন্ধান পেয়েছেন, যা ক্ষত সারাতে দারুণ পটু। অ্যামাইনো অ্যাসিড জুড়ে জুড়ে সুতোর মতো পেপটাইড তৈরি হয়। এর থেকেই তৈরি হয় প্রোটিন। রাসেল ভাইপারের বিষের বিশেষ পেপটাইড টিস্যুর এপিথেলিয়াল বা চামড়ার উপরিতলের কোষের গতিবিধি বাড়িয়ে দেয়। আসলে যে কোনও ক্ষত সারানোর পদ্ধতিই হল ক্ষতস্থানটিকেই এপিথেলিয়াল কোষ দিয়ে ঢেকে ফেলা বা বুজিয়ে ফেলা। রাসেল ভাইপারের বিষের পেপটাইড ঠিক এই কাজটিই দারুণ ভাবে করে। *(৬.১.১৯)*

অনলাইনে অর্ডার দিল বানর

★ চিনের একটি বানর অনলাইনে মুদির দোকানের জিনিসপত্র অর্ডার করে রীতিমতো রেকর্ড গড়ে ফেলল। ওই বানরটি পালেন এলভি মেংমেং নাম্নী এক মহিলার। চ্যাঙশাউ প্রদেশের ওয়াইল্ড অ্যানিম্যাল ওয়ার্ল্ডে কর্মরত মেংমেং। আচমকাই একদিন তিনি দেখেন তাঁর অনলাইন অ্যাকাউন্ট থেকে অর্ডার করা হয়েছে মুদির বেশ কিছু জিনিস। অনেক খোঁজাখুঁজির পর সিসিটিভি ফুটেজ দেখে জানা গেছে তাঁর পোষ্য বানরটিই এই কাণ্ড ঘটিয়েছে। মেংমেং অবশ্য সেই অর্ডার বাতিল করেননি। তিনি প্রায়ই অনলাইনে জিনিস অর্ডার করেন ও তখন তাঁর পাশে থাকে এই বানরটি আর সে হয়তো পুরো পদ্ধতিটি দেখে দেখেই শিখে গেছে। কিন্তু বানর যে এতো ভালো রপ্ত করতে পারে ও সেটাকে বাস্তবে কার্যকর করবে তা সকলেরই ভাবনাতীত। *(১৪.১২.১৯)*

খারাপ মানুষের সঙ্গে তর্কে জড়াবেন না, তারা আপনাকে টেনে হিঁচড়ে তাদের লেভেলে নিয়ে যাবে, তার পর তাদের খারাপ অভিজ্ঞতা দিয়ে আপনাকে পরাজিত করবে। — মার্ক টোয়েন।

আজকের বসুন্ধরা

১৬ শ্রাবণ ১৪২৭, ১ আগস্ট ২০২০ (প্রকৃত ১৩ বর্ষ ৩য় সংখ্যা)

সম্পাদকীয়

বিশ্বে বাংলা ভাষার স্বীকৃতি

★ বিশ্বের ২৪৩টি দেশের ৬০০ কোটি মানুষ প্রায় সাত হাজার ভাষায় কথা বলে। ২০০৩ সালের হিসাব অনুযায়ী পৃথিবীতে বর্তমানে যে ৬ হাজার ৮০৯টি জীবন্ত ভাষা রয়েছে এর মধ্যে মাত্র দশ ভাগ ভাষা ব্যবহারকারীর সংখ্যা এক লাখের বেশি। ৯০ ভাগের বেলায় সেই ভাষাভাষী মানুষের সংখ্যা এক লাখেরও কম। তবে সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো, বিশ্বে জীবন্ত ভাষাগুলোর মধ্যে এমন ৪৬টি ভাষা রয়েছে যেগুলো মাত্র ৪৬ জন লোক ব্যবহার করেন অর্থাৎ একটি ভাষার জন্য মাত্র একজন লোক বর্তমানে জীবিত আছে। এছাড়া ৩৬৭টি ভাষার ক্ষেত্রে ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৫০ জনেরও কম। এ চিত্র থেকে একটা বিষয় পরিষ্কার যে, বিশ্বের জীবন্ত ভাষাগুলো দিন দিন হারিয়ে যাচ্ছে। এই বিলুপ্তির হার বন্যপ্রাণী বিলুপ্তির হারের চেয়েও বেশি। কিন্তু বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত দেখা যায়। বর্তমান বিশ্বের প্রায় ২৪ কোটি মানুষ বাংলা ভাষায় কথা বলে। বাংলা ভাষাভাষী মানুষের সংখ্যা বিশ্বে বর্তমানে চতুর্থতম। শুধু বাংলাদেশের মানুষই যে এ ভাষায় কথা বলে তা নয় বরং ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও অন্যান্য প্রদেশের কোন কোন অংশে এবং মায়ানমারের আরাকান অঞ্চলের রোহিঙ্গারাও বাংলাভাষায় কথা বলে। তবে বাংলা ভাষায় মর্যাদার জন্য বাংলাদেশীরা এবং আসামের শিলচরের (ভারত) বাংলাভাষীরা যেভাবে আন্দোলন-সংগ্রাম করেছে, এবং জীবন দিয়েছে অন্যান্য অঞ্চলের মানুষকে সেরকম ত্যাগ স্বীকার করতে হয়নি। ভাষার জন্য ২১ ফেব্রুয়ারি শহীদ হয়েছে সালাম, বরকত, রফিক, জাব্বারসহ, সফিউল সহ অসংখ্য মানুষ।

কেবল বাংলাদেশের মানুষই যে আজ প্রভাত ফেরীর মিছিলে গিয়ে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে তা নয়। গোটা বিশ্ববাসী আজ বাংলাভাষাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর জাতিসংঘের অঙ্গসংগঠন ইউনেসকো ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ভাষা আন্দোলনের বিরোধিতাকারী পাকিস্তানসহ জাতিসংঘের সবগুলো দেশ ওই প্রস্তাবকে সমর্থন করে। এরপর থেকে সারা বিশ্বে প্রতি বছর পালিত হয়ে আসছে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস।' বাঙালিদের আরো গৌরব ও মর্যাদার কথা হলো আফ্রিকার দেশ ''সিয়েরা লিয়নে'' বাংলাকে ২য় সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে সেদেশের জনগণ বাংলাভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করছে। জাপান ও অস্ট্রেলিয়ার নির্মিত হয়েছে শহীদ মিনার। জাতিসংঘের অনেক সংস্থার কর্মকর্তাদের বাধ্যতামূলকভাবে বাংলা ভাষা শিখতে হচ্ছে।

বর্তমান বাংলাদেশের প্রচার মাধ্যমে রেডিও, টেলিভিশন ও ইন্টারনেটে ব্যাপকভাবে বাংলা ব্যবহৃত হচ্ছে। বাংলাদেশ, ভারত ছাড়াও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, জার্মানি, চীন, রাশিয়া, ইরান, সৌদি আরব, পাকিস্তান, ফিলিপাইন, জাপান প্রভৃতি দেশ থেকে প্রতিদিনই বাংলা ভাষায় রেডিও অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়ে থাকে। এছাড়া লন্ডন ও নিউইয়র্কের প্রবাসী বাংলাদেশীরা স্বতন্ত্র টিভি চ্যানেলের মাধ্যমে প্রতিদিন কয়েক ঘন্টা করে বাংলা অনুষ্ঠান প্রচার করে থাকে। সেসব মিডিয়া থেকে প্রতিদিনই ভেসে আসে মায়ের কাছ থেকে শেখা বর্ণমালা অ, আ, ই, ঈ, ...।

উদ্ভিদ ও চাষবাস

সুন্দরীলতা-৫৯

★ ড. সুভাষ মিস্ত্রী : বড় আকারের গুল্ম সুন্দরীলতা সুন্দরবনে 'মহাজনিতা' রূপেও পরিচিত। পশ্চাত ম্যানগ্রোভ ভূমির এই উদ্ভিদটি ডেরিস সাইনুয়েটা প্রজাতির। একক পুষ্প ও শুঁটি যুক্ত সুন্দরীলতার মূলের রোটিনন মৎস্য শিকারে বিষ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। নদীর চড়ে, ঝোপে-ঝাড়ে ম্যানগ্রোভ গাছ জুড়ে লতিয়ে থাকতে ভালোবাসে। ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চ ফুল ফলের স্ফীতি।

প্রথম পাতার পর

কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়

দেশি-বিদেশি শিক্ষক, গবেষকসহ বিভিন্ন শ্রেণির পেশাজীবী মানুষ। সঠিক তথ্য ও প্রচারের অভাবে প্রতি বছর বাংলাদেশ থেকে হাতে গোনা মাত্র দু-চারজন মেধাবী শিক্ষার্থী এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসেন। যদিও বিভিন্ন বিভাগে প্রতি বছরই কেউ না কেউ আসেন পিএইচডি করতে। এই অঞ্চলের সেরা বিশ্ববিদ্যালয় হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশি ছেলেমেয়েদের কাছে এই বিশ্ববিদ্যালয় একেবারে অপরিচিত। আমার এ লেখার উদ্দেশ্য কোপেনহেগেন ইউনিভার্সিটি সম্পর্কে বাংলাদেশ থেকে উচ্চশিক্ষায় আগ্রহী ছেলেমেয়েদের একটা সঠিক ধারণা দেওয়া। পাশাপাশি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের ইন্টারন্যাশনাল প্রোগ্রামে যেন অধিক সংখ্যক বাংলাদেশি স্টুডেন্ট উচ্চশিক্ষা লাভ করতে পারেন সে সুযোগ করে দেওয়ার ছোট্ট প্রয়াস। প্রচারের অভাব কিংবা অন্য কোনো কারণেই হোক না কেন, ইউরোপের অন্যান্য নামীদামি বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় ডেনমার্কের সেরা ইউনিভার্সিটিগুলোতে বাংলাদেশ থেকে মেধাবী ছেলেমেয়েদের উপস্থিতি খুবই কম। এ দেশের বিভিন্ন কলেজে যারাও পড়তে আসেন তাদের অধিকাংশকেই পড়াশোনা না করে পোল্যান্ড, ফ্রান্স, পর্তুগাল বা ইতালি ইত্যাদি বিভিন্ন দেশে পড়াশোনার মাঝপথেই পালিয়ে যেতে দেখা যায়। বাংলাদেশি স্টুডেন্টদের পড়াশোনা না করে অন্য দেশে পালিয়ে যাওয়ার কারণে সবসময় স্থানীয় কলেজগুলোতে বাংলাদেশি স্টুডেন্ট সম্পর্কে একটা নেতিবাচক ধারণা পোষণ করতে দেখা যায়।

বাংলাদেশি মেধাবী ছেলেমেয়েদের জন্য কোপেনহেগেন ইউনিভার্সিটি হতে পারে একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। মেডিসিন অ্যান্ড হেলথ সায়েন্স, ভেটেরিনারি অ্যান্ড অ্যানিমেল সায়েন্স, কলা, আইন, সোশ্যাল সায়েন্স, সায়েন্স ইত্যাদি অসংখ্য বিষয়ে এখানে মাস্টার্স ও পিএইচডি করার সুযোগ রয়েছে। তবে বিখ্যাত এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্ডারগ্র্যাজুয়েট বা ব্যাচেলর লেভেলে ইংরেজি মাধ্যমে পড়ার কোনো সুযোগ নেই। *(পরের সংখ্যায়)*

শিক্ষা-২৬

বিশ্বের সেরা ১০ বার্তা সংস্থা

★ **এপি :** অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা। পৃথিবীর বৃহৎ মার্কিন সংবাদ সংস্থাটি ১৮৪৬ সালে গঠিত হয়। এর প্রধান সদর দপ্তর নিউইয়র্কে। নিউইয়র্কে প্রতিষ্ঠিত বার্তা সংস্থাটির মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি সংবাদপত্র ও সম্প্রচার কেন্দ্রের মালিকানাধীন একটি সমবায় প্রতিষ্ঠান। এপি বিশ্বব্যাপী প্রায় তিন হাজার কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। এর ফটো লাইব্রেরিতে এক কোটির বেশি ছবি আছে। এপি বর্তমানে ২৪২টি ব্যুরোর মাধ্যমে ১২১টি দেশে সেবা দিচ্ছে। মার্কিন বিশ্বের অনেক গণমাধ্যম ফি'র বিনিময়ে এপির সংগৃহীত তথ্য ও ছবি ব্যবহার করে।

এএফপি : এজেন্সি ফ্রান্স প্রেস বিশ্বের পুরোনো সংবাদ সংস্থা। ফ্রান্সের প্যারিসভিত্তিক সংবাদ সংস্থাটির ব্যুরো অফিস রয়েছে ১৫০টি দেশে। ফরাসি, ইংরেজি, আরবি, স্প্যানিশ, জার্মান ও পর্তুগিজ ভাষায় সংবাদ সরবরাহ করে। ১৮৩৫ সালে 'আজঁস আভা' নামে এই সংস্থাটির সূচনা হয়। ১৮৩৫ সালে প্যারিসের বিখ্যাত অনুবাদক ও বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি চার্লস লুইস হাভাসের গঠিত এজেন্সি হাভাসের মাধ্যমে এএফপি প্রতিষ্ঠিত হয়।

রয়টার্স : রয়টার্স গ্রুপ পিএলসির একটি ব্রিটিশ বহুজাতিক বাণিজ্যিক গণমাধ্যম। সদর দপ্তর লন্ডনে। ১৮৫১ সালে ব্রিটেন রয়াল এক্সচেঞ্জের পল জুলিয়াস রয়টার্স প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে ৯৪টি দেশে ২০০ নগরে ২৪টি ভাষায় রয়টার্স একযোগে সংবাদ সরবরাহ করে যাচ্ছে। ২০০৮ সালে থমসন গ্রুপ রয়টার্সের মালিকানা কিনে নেয়।

সিপি : দ্য কানাডিয়ান প্রেস, এটি লা প্রেস কানাডিয়ান নামেও খ্যাত। কানাডার এই জাতীয় বার্তা সংস্থার সদর দপ্তর টরন্টোতে। ১৯১৭ সালে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে শুরু। প্রায় ২৫০ জন সংবাদকর্মী নিয়ে কানাডিয়ান প্রেসের ব্যুরো কার্যক্রম বিস্তৃত। ১৯৯৬ সালে নিউজ সার্ভিস চালু করে। বর্তমানে এতে ছবির সংখ্যা প্রায় দুই কোটি। প্রতিদিন এই আর্কাইভে যুক্ত হয় ১০০ ডিজিটাল সংবাদচিত্র যা সংবাদপত্র, টেলিভিশন, বই এবং ম্যাগাজিনে ব্যবহৃত।

সিনহুয়া : চায়না নিউজ সার্ভিস চালিত চিনের বৃহত্তম সংবাদ সংস্থাটির সদর দপ্তর বেইজিংয়ে। সারাবিশ্বে সিনহুয়ার ১০৭টি ব্যুরো অফিস ছাড়াও চিনজুড়ে প্রতিটি প্রদেশে একটি করে মোট ৩১টি ব্যুরো এবং একটি মিলিটারি ব্যুরো রয়েছে। চিনা সংবাদপত্রগুলো সিনহুয়ার ওপর নির্ভরশীল। সিনহুয়ার মালিকানায় আছে ২০টি সংবাদপত্র ও এক ডজন সাময়িকী। দি সিনহুয়া প্রেস এজেন্সি ১৯৩১ সালের নভেম্বরে রেড চায়না নিউজ নামে আত্মপ্রকাশ করে। বর্তমানে চিনা, ইংরেজি, ফ্রেঞ্চ, রুশ, স্প্যানিশ ও আরবি ভাষায় সংবাদ সরবরাহ করছে।

পিটিআই : প্রেস ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়া একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান। সদর দপ্তর দিল্লিতে। সাড়ে চারশোর বেশি ভারতীয় সংবাদপত্রের সমন্বয়ে এই সংস্থাটি গঠিত। প্রায় দুই হাজার কর্মচারী ও দেশব্যাপী ১৫০টি অফিস। ১৯৪৭ সালের পর এর আত্মপ্রকাশ ঘটে। হিন্দি ও ইংরেজি ভাষায় সংবাদ সরবরাহ করে।

এএপি : অস্ট্রেলিয়ান বার্তা সংস্থা। ফেয়ার ফাক্স, দ্য হেরাল্ড ও সাপ্তাহিক টাইমস্ মিলে ১৯৩৫ সালে এটি প্রতিষ্ঠা করে। ১৭৫ জন সাংবাদিক নিয়ে পরিচালিত এএপির লন্ডন ও লস অ্যাঞ্জেলেসসহ চারটি ব্যুরো অফিস রয়েছে।

পিপিআই : পাকিস্তান প্রেস ইন্টারন্যাশনাল ১৮৫৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। সদর দপ্তর করাচিতে। ১৯৬৮ সালে পিপিআই-র নাম পরিবর্তন করে হয় 'অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অব পাকিস্তান'। ১৯৫৮ সালে সংস্থাটি টেলিপ্রিন্টার সংযোগ নেয়। ১৯৬০ সালে করাচি, রাওয়ালপিন্ডি, লাহোর ও ঢাকার সংবাদপত্রগুলো এর গ্রাহক হয়।

পিআর নিউজওয়্যার : বেসরকারি বার্তা সংস্থা। সদর দপ্তর নিউইয়র্কের মানহাটানে। ১৬টি দেশে পিআর নিউজওয়্যারের শাখা কার্যালয় রয়েছে। বর্তমানে ১৩৫টি দেশে পিআর নিউজওয়্যার সংবাদ সুবিধা দিয়ে থাকে। ১৯৫৪ সালে প্রতিষ্ঠিত বার্তা সংস্থাটি অ্যাসোসিয়েটে প্রেস, রয়টার্সসহ বড় কয়েকটি সংবাদ সংস্থার সঙ্গে সংবাদ আদানপ্রদান করে থাকে।

কিয়োডো নিউজ : জাপানের বার্তা সংস্থা। ১৯৪৭ সালে প্রতিষ্ঠিত। জাপানের রেডিয়ো-টেলিভিশন ও সংবাদপত্রে সংবাদ পরিবেশন করে। গ্রাহক ৫০ মিলিয়ন। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে কিয়োডো দৈনিক দুই শতাধিক সংবাদ পাঠিয়ে থাকে। কিয়োডো জাপানি, চিনা, কোরীয় ও ইংরেজি ভাষায় সংবাদ দেয়। বর্তমানে এক হাজার সাংবাদিক ও ফটোগ্রাফার দিয়ে ৭০টি আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে সংবাদ আদান প্রদান করছে।

শোয়ার আগে শিশুকে গল্প পড়ে শোনান

★ বই পড়ার বেশ কিছু উপকারিতা আছে। যেমন, সুন্দর সময় কাটে-গল্প বলা বা পড়ে শোনানোর সময় সন্তান মায়ের সঙ্গ পায়। এ সময় দুজনে দুজনের নানা অভিজ্ঞতার কথাও আলোচনা করতে পারে। রাতে ঘুমানোর আগে গল্পের বই পড়লে যতই দুরন্ত হোক না কেন, সেই শিশুর মনও শান্ত হয়। ফলে রাতে ভালোভাবে ঘুমতে পারে। আর শিশুর সুস্থতার জন্য ভালো ঘুম খুব জরুরি। রূপকথার বই, কিছু প্রাচীন চরিত্র, পশু-পাখি, জঙ্গল ও রহস্যজনক বই পড়ার ফলে শিশুর কল্পনাশক্তি বাড়ে। চঞ্চলতা দূর করার সহজ উপায় হল গল্প বলা। আর ঘুমনোর আগে শোনা গল্প তাদের মনোযোগ বাড়াতে সাহায্য করে। বাচ্চারা ন্যায়কোচিত গল্প, সততা, সাহস, শ্রদ্ধা বা পরোপকারিতার গল্প শুনে নিজেও তেমন কাজ করার জন্য মনে মনে তৈরি হয়।

মনোযোগ বাড়ানোর সহজ উপায়

★ সন্তানকে প্রথম দিনেই টানা দু'ঘন্টা পড়তে বসালে সে বসবে না। সেক্ষেত্রে প্রথম এক সপ্তাহে আধ ঘন্টা তাকে পড়তে বসাতে হবে। ধীরে ধীরে সেই সময়সীমা বাড়াতে হবে। তিন থেকে ছয় বছরের বাচ্চাদের মনোযোগের সমস্যা কাটাতে —

ঘাম ঝরুক : রোজ অন্তত এক ঘন্টা ছোটাছুটি করে খেলার জন্য বরাদ্দ করতে হবে। এতে ঘাম ঝরবে। ফলে এনডরফিন বেশি পরিমাণে নিঃসৃত হতে থাকে। এর পরেই বাচ্চাকে পড়াতে বসালে প্রথম ঘন্টাখানেকের পড়ায় ওর পুরো মনোযোগ থাকবে। ইন্ডোর গেমস যেমন নানা ধরনের অ্যাকটিভিটি বুক, বিল্ডিং ব্লকস, পাজলস ইত্যাদি। স্মার্টফোনের বদলে এই ধরণের খেলা বা বই ওর হাতে তুলে দিলে মনোযোগের সমস্যা অনেকটাই কমে। সন্ধেবেলা পড়ার মাঝে একটু বিরতি নিয়ে কিছুটা পাজল সলভ করলে বা বিল্ডিং ব্লকস নিয়ে খেললে কখনও মনোযোগে ঘাটতি পড়ে না আর ওদের একঘেয়েমিও কাটে।

মিউজিকে মন বসে : ছোট থেকে ওকে মিউজিক ইনস্ট্রুমেন্টে তালিম দিতে পারেন। মাউথ অর্গ্যান, সিন্থেসাইজার — যে কোনও একটি বাজনা শেখাতে পারেন। নোট ধরে সুর তোলার মধ্য দিয়ে কনসেনট্রেশন লেভেল অনেকটাই বাড়ে।

গল্প বলা : শোওয়ার আগে কিছুটা সময় গল্প বলার জন্য। গল্পের মাঝেই ওকে প্রশ্ন করার সুযোগ দিতে হবে। মনোযোগ বাড়াতে গল্প শোনানোর ভূমিকা বিরাট।

ছোট নির্দেশ : লেখার সময় ওকে ছোট ছোট নির্দেশ দিন। প্রথমে তিনটি দিয়ে শুরু — যেমন ছবি আঁকার ক্ষেত্রে 'পয়েন্টগুলোকে জুড়ে দাও, রং দিয়ে আউটলাইন টানো, ভিতরটা রং করো।' আস্তে আস্তে নির্দেশের সংখ্যা বাড়াতে থাকুন।

অঙ্কের কেরামতি : মনোযোগ বাড়াতে অঙ্কই হয়ে উঠতে পারে তুরুপের তাস। সম্প্রতি এক গবেষণা বলছে, দিনে অন্তত দশটা নানা ধরনের অঙ্ক যদি একটা বাচ্চা কষতে পারে, তা হলে অজানা কিছু সমাধানের ক্ষেত্রে তার মনোযোগ অনেকটা বেড়ে যায়। পরবর্তী জীবনেও বিভিন্ন সমস্যা মোকাবিলার ক্ষেত্রে সে অন্যদের তুলনায় একটু বেশিই এগিয়ে থাকবে। আবার কোনও বাচ্চার যদি অঙ্কেই আতঙ্ক থাকে। সে ক্ষেত্রে পড়তে বসে প্রথমে অঙ্ক করে, পরে তার প্রিয় বিষয় পড়াতে পারেন।

খেলার ছলে : ছোট ছোট খেলা খেলতে পারেন। কোথাও হয়তো বেড়াতে যাচ্ছেন, বাচ্চাকে বলুন দুই দিয়ে শেষ হওয়া ক'টি গাড়ির নাম্বারপ্লেট সে দেখতে পেল, আপনাকে গুনে জানাতে।' এতেও সন্তানের মনোযোগ বাড়বে।

মা-বাবার দায়িত্ব : বাচ্চার সঙ্গে কথা বলুন। আর ওর কথা মন দিয়ে শুনুন। মন দিয়ে বাচ্চার কথা শুনলে স্বভাবতই ওর অতিরিক্ত ছটফটে ভাব কমে আসবে। ওর হোমওয়ার্ক ওকেই করতে দিন। সন্তানের বয়স বারো-চোদ্দো বছর হলে তার পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে শুরু করুন। পড়ানোর সময়ে টাইমার ব্যবহার করতে পারেন। বাচ্চাদের সামনে টেনশন করবেন না, ওর সামনে অন্তত মনের ভাব চেপে স্বাভাবিক থাকা চেষ্টা করুন। না হলে ওর মধ্যেও এক ধরণের অস্থিরতা জন্ম নেবে। বাড়ির পরিবেশ যদি শান্ত স্বচ্ছন্দ থাকে, বাচ্চার স্বভাবেও তার প্রভাব পড়ে।

খ্রিস্টের ২০০০ বছর আগে মহাভারত

★ অতি সম্প্রতি কয়েক দফায় খনন চালায় ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ (আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া তথা এএসআই)। রাজধানী দিল্লি থেকে ৬৮ কিলোমিটার দূরে সনৌলিতে। আর সেখান থেকেই মাটি খুঁজে এবার যুদ্ধরথ-সহ আর যে যে পৌরাণিক জিনিসপত্র খননকারীদের হাতে এসেছে, সে সব থ্রিডি স্ক্যানিং, ফোটোগ্রামেট্রি এবং জিপিআর পদ্ধতির মাধ্যমে বিশ্লেষণ করে বিশেষজ্ঞরা ঘোষণা করেছেন যে, ১০০০ নয়। মহাভারত লেখা হয়েছিল খ্রিস্টজন্মের দেড় থেকে ২,০০০ বছর আগে। পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের আওতাধীন ইনস্টিটিউট অফ আর্কিওলজির নির্দেশক সঞ্জয় মঞ্জুল জানিয়েছেন, 'এই প্রথম মাটি খুঁড়ে আমাদের হাতে একটি যুদ্ধরথ এসেছে। আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি, এই ঘোড়ায় টানা রথের সঙ্গে মহাভারতের যুগে যে রথ চলত, তার আশ্চর্য মিল রয়েছে। সনৌলি থেকে যে চাকা, দণ্ড ও জোয়াল পাওয়া গিয়েছে, তাতে তামার ত্রিকোণ রয়েছে। এই সব সামগ্রী ঋগ্বৈদিক এবং তার পরবর্তী যুগের সভ্যতার ধারক এবং বাহক। কারণ ঋগ্বেদ, রামায়ণ এবং মহাভারতের এই ধাঁচের রথের ব্যবহারের সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে।'

এর আগে ১৯৫১-৫২ সালে হরিয়ানার ইন্দ্রপ্রস্থ এবং হস্তিনাপুরে পুরাতত্ত্ববিদ ব্রজবাসী লাল খননকাজ চালিয়েছিলেন। সেখান থেকে যে ধূসর রঙা পাত্র পাওয়া গিয়েছিল, তা পরীক্ষা করেই লাল মহাভারতের সময়কাল নির্ধারণ করেছিলেন। লাল জানিয়েছিলেন, মহাভারতের যুগেই এই ধরনের পাত্র পাওয়া যেত। লালের কথামতো, খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হয়। পরে নিশ্চক্ষুর শাসনকালে হস্তিনাপুর থেকে কৌশাম্বিতে রাজধানী স্থানান্তর করা হয়। মহাভারতে লেখা ছিল, যুধিষ্ঠিরের পর হস্তিনাপুরের সিংহাসনে বসেন পরীক্ষিৎ। তাঁর পরে পঞ্চম পুরুষ ছিলেন নিশ্চক্ষু। এই বংশের উনবিংশতম উত্তরপুরুষ উদয়ন ছিলেন গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক, যিনি ৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে রাজত্ব করেছেন। উদয়নের পরে আরও ২৪ জন রাজা প্রত্যেকে গড়ে ১৫ বছর করে রাজত্ব করেছেন। এইভাবে হিসাব করেই পুরাতত্ত্ববিদ লাল জানিয়েছিলেন, মহাভারতের সময়কাল হল খ্রিস্টপূর্ব নবম শতক। *(২৯.১০.১৯)*

শিক্ষা

প্রতি ২ সপ্তাহে হারিয়ে যাচ্ছে একটি ভাষা

★ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে ইউনেস্কোতে মহাপরিচালক অড্রে অ্যাজুলাই এক বিবৃতিতে বলেছেন, প্রতি দুই সপ্তাহে বিশ্বের বুক থেকে হারিয়ে যাচ্ছে একটি করে ভাষা। এই ভাষার সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে যাচ্ছে মানুষের ইতিহাস ও সংস্কৃতির একটি অংশ। উন্নয়নের জন্য ভাষাগত বৈচিত্র্য ও বহুভাষা অপরিহার্য উল্লেখ করে ইউনেস্কো জানিয়েছে, বিশ্বের বুক থেকে প্রতিনিয়ত ভাষা হারিয়ে যাচ্ছে। কাজেই হারিয়ে যাওয়ার হাত থেকে ভাষা রক্ষায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসকে হাতিয়ার হিসেবে কাজে লাগাতে হবে। নেলসন ম্যান্ডেলা বলেছিলেন, 'যখন আপনি কোনও ভাষায় কাউকে কিছু বলেন, তা তার মগজে পৌঁছায়, সে তা বুঝতে পারে। কিন্তু যখন তার নিজের ভাষায় বলেন, তখন তা তার হৃদয়ে পৌঁছায়।' বাঙালির ভাষায় অধিকার আদায়ের দিন একুশে ফেব্রুয়ারিকে ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কো আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে স্বীকৃতি দেয়। ফলে মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষায় বাঙালির আত্মত্যাগের দিবসটি এখন বিশ্বের সব ভাষাভাষীর অধিকার রক্ষার দিন।

বাংলাদেশ-৩৬

পোড়ানো হল হাজারো মোবাইল ফোন

★ বাংলাদেশের চট্টগ্রামের হাটহাজারি মাদ্রাসার ছাত্রদের প্রায় দুই বস্তা পরিমাণ মোবাইল ফোন পেট্রোল দিয়ে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। মাদ্রাসার আবাসিক ছাত্রদের মোবাইল ফোন সঙ্গে রাখা নিষিদ্ধ। তার ওপর আগামী মাস থেকে দাওরায়ে হাদিসসহ বিভিন্ন শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। এ কারণে কর্তৃপক্ষ কঠোর অবস্থান নিয়ে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে প্রায় দুই হাজার মোবাইল ফোন আটক করে। পুড়িয়ে দেওয়া মোবাইলের মধ্যে স্মার্টফোন এবং সাধারণ ফোন দুই ধরনের ফোনই ছিল। হেফাজতে ইসলামের আমীর আল্লামা শাহ আহমেদ শফি হাটহাজারি মাদ্রাসার পরিচালক। ২০১৭ সালের নভেম্বরে চট্টগ্রামে এক সভায় তিনি বলেছিলেন, মুসলমানদের ধ্বংস করার জন্য মোবাইল নামক এক বিধ্বংসী মারণাস্ত্র ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। হাটহাজারি মাদ্রাসায় শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় সাত হাজার। এর মধ্যে তিন হাজারের বেশি ছাত্রাবাসে থেকে পড়াশোনা করেন। *(৮.৩.১৮)*

পকেটমার থেকে বাঁচতে জেনে রাখুন-৫৩

চাকরি দেওয়ার নামে অপহরণের ছক

★ নিমতা থানার শ্রীদুর্গাপল্লীর বাসিন্দা সীতারাম পাত্রের সঙ্গে ফেসবুকে আলাপ হয় অভিজিৎ নামে এক যুবকের। অভিজিৎ তাঁকে ৮ লাখ টাকার বিনিময়ে রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগে চাকরির প্রলোভন দেখায়। সীতারাম তাঁর বন্ধু সোনুকে নিয়ে দমদম নাগেরবাজারে একটি বেসরকারি স্কুলে হাজির হন। স্কুলে ঢুকলে সীতারাম ও সোনুর কাছ থেকে মোবাইল, টাকা ও গাড়ির চাবি কেড়ে নিয়ে তাঁদের মারধর করতে থাকে ১০-১৫ জন যুবক। 'প্রেস' লেখা গাড়িতে তুলে ডানকুনি নিয়ে গিয়ে তাঁদের কাছে ১০ লক্ষ টাকা দাবি করে। এরপর তাঁদের নিয়ে আসা হয় সোনারপুরে। ওই টাকা দেওয়ার আশ্বাস দিলে তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়। উত্তর দমদম পুর হাসপাতালে চিকিৎসা করিয়ে প্রথমে দমদম থানা, পরে কামারডাঙা ফাঁড়িতে অভিযোগ জানাতে যান আক্রান্ত ওই ২ যুবক। কোথাও অভিযোগ না জানাতে পেরে ১১ ডিসেম্বর তাঁরা সোনারপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে, ওই দলে রয়েছে প্রায় ১৫ জন। ৭ জনকে গ্রেপ্তার করে। সকলের কাছ থেকেই ঐ মিডিয়া সংস্থার প্রেস কার্ড পাওয়া গেছে। *(২৯.১২.১৯)*

রেঁধে খেয়ে দেয়ে, ভাতঘুম দিয়ে চুরি!

★ নরেন্দ্রপুর থানার পূর্ব আদর্শনগরের এক ফাঁকা বাড়িতে ঢুকে সোনার গয়না খোঁজার বদলে প্রথমেই চোরেরা খোঁজ চালিয়েছে চালের পাত্রের। চাল নিয়ে স্টোভ জ্বেলে তাতে রান্না বসিয়েছে। ভাত রান্নার পর কড়াইতে পেঁয়াজ ও লঙ্কাও ভাজে তারা। ফ্রিজ থেকে লঙ্কা নিয়ে আসলেও ফ্রিজের ঠাণ্ডা খাবারে হাত দেয়নি ওই চোরেরা। ভাজা পেঁয়াজ ও লঙ্কা দিয়ে গরম গরম ভাত খেয়ে খাটে বালিশ নিয়ে লম্বা বিশ্রাম নিয়েছে। তারপর বাড়ির আলমারি তছনছ করে ৪৮ হাজার টাকা ও গয়না নিয়ে পালিয়েছে। জানলার গ্রিল ভেঙে বাড়িতে ঢুকে চোরেরা এই কীর্তি ঘটিয়েছে। শেফালি সর্দার পরদিন সকালে মেয়ের বাড়ি থেকে ফিরে আসলে ঘটনা জানাজানি হয়। নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করে। শেফালিদেবীর মেয়ে সন্তানসম্ভবা। সন্ধ্যেয় মেয়ের বাড়ি সোনারপুরের উত্তরায়ণপল্লীতে গিয়েছিলেন। প্রসবের কথা ভেবে জামাই তাঁর কাছে ওই ৪৫ হাজার টাকা রেখে গিয়েছিলেন। *(১৫.৯.১৯)*

রোজ ৪০, দু'মাসে উধাও ১ লক্ষ ৩০ হাজার

★ অ্যাকাউন্ট থেকে রোজই অল্প অল্প করে টাকা তুলে নিয়ে দু'মাসেরও কম সময়ে উধাও ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা। সেনাকর্মী নবেন্দু মণ্ডলের অভিযোগ, বেতনের অ্যাকাউন্ট থেকে দিনে কয়েকবার ৪০ টাকা করে তুলে নিয়েছে প্রতারকেরা। প্রায়ই দেখতেন মোবাইলে ওই টাকা কেটে যাওয়ার মেসেজ ঢুকছে। বিষয়টি প্রথমে গুরুত্ব দেননি তিনি। ব্যাঙ্কে ফিক্সড ডিপোজিট করতে গিয়ে। পাশবই দেখে হিসেব মেলাতে পারেননি তিনি। সোনারপুরের পশ্চিম শীতলার বাসিন্দা নবেন্দুবাবু সোনারপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। তাঁকে বারুইপুর সাইবার ক্রাইম সেলেও অভিযোগ দায়ের করার কথা বলা হয়েছে। ১৯ বছর সেনাবাহিনীতে ছিলেন অবসর নিয়ে রেলে চাকরি নেন। ২০ অক্টোবর নাগাদ প্রথম তাঁর মোবাইলে ৪০ টাকা তুলে নেওয়ার মেসেজ আসে। মেসেজগুলিও মুছে ফেলতেন। তিনি তাঁর ব্যাঙ্কে ১ লক্ষ টাকা ফিক্সড ডিপোজিট করার জন্য চেক নিয়ে যান। ব্যাঙ্ককর্মী পাশবই দেখে জানান অ্যাকাউন্টে মাত্র ১০ হাজার টাকা পড়ে রয়েছে। *(১০.১২.১৯)*

সাপের কামড়ে মৃত্যু ঃ ডিসেম্বর ২০১৯

৩.১১ ঃ মারা গেল বন্দনা ক্ষেত্রপাল (২৭) ঃ মাঠে শৌচকর্ম করতে গিয়ে সাপের ছোবলে মৃত্যু হল বাড়ি কালনার বড় বহরকুলি গ্রামে। এক ওঝার বাড়ি যান। রাতে কালনা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। গভীর রাতে মৃত্যু হয়।

★ **১০.১২ ঃ মাধ্যমিকের সিলেবাসে সর্প সচেতনতা ঃ** সাপ সম্পর্কে পড়ুয়াদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন অধ্যায় করা হতে চলেছে। জীববৈচিত্র্য রক্ষা করার জন্য সরীসৃপদের ভূমিকা সম্পর্কেও বোঝানো হবে। বিষাক্ত বা নির্বিষ সাপ দেখলে কী করা উচিত, সেই সংক্রান্ত বিষয় শেখানো হবে। গ্রামাঞ্চলে যাতে সাপ না মেরে বনাঞ্চলের কর্মীদের হাতে তুলে দেওয়া হয় সেই সংক্রান্ত বিষয়ে বোঝানোর জন্য এই নতুন অধ্যায় চালু করা হচ্ছে। সাপের ছোবলে মৃত্যুতে বিশ্বে ১ নম্বরে ভারত। বছরে প্রায় ৫০ হাজার মৃত্যু হয়। ওঝা, ঝাড়ফুঁকের মতো কুসংস্কারে ভরসা করেই সাপের কামড়ে মানুষ মারা যায় বেশি। কুসংস্কার থেকে মুক্ত করতেই রাজ্য সরকারের এই সদর্থক পদক্ষেপ। এখনই এই অ্যাপ লঞ্চ করা যাচ্ছে। অ্যাপটির নাম 'স্নেক বাইট অ্যান্ড পয়জন ইনফরমেশন'। প্রাথমিক চিকিৎসা, বিষ প্রতিরোধ ব্যবস্থা বলে দেবে অ্যাপ। জরুরি পরিস্থিতির জন্য অ্যাপে রয়েছে টোল ফ্রি নম্বর ১৮০০৩৪৫০০৩৩।

★ **সাপের বিষের সংগ্রহশালা করার দাবি ঃ** সাপ খেলা নিষিদ্ধ হওয়া মেমারির মাল সম্প্রদায়ের ২৫০টি পরিবার খুব সমস্যায়। বিধানসভায় সৃষ্টি আকর্ষণ করে মেমারির তৃণমূল বিধায়ক নার্গিস বেগম বলেন, মেমারিতে এক সর্প উদ্যান ও সরকারি উদ্যোগে সাপের বিষ সংগ্রহশালা করার উদ্যোগ নিলে ভালো হয়।

২৮ ঃ সাপের কামড়ে ঃ প্রতি বছরে সাপের কামড়ে তামিলনাড়ুর গ্রামাঞ্চলে কমপক্ষে হাজার দশেক মানুষ প্রাণ হারান। প্রায় ৩০ হাজার পরিবারের উপর নির্ভরশীল চালায় ব্রিটেনের একটি সংস্থা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে চাষের জমিতেই সাপের কামড়ের শিকার।

৩০ ঃ ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা মূল্যের রেড স্যান্ড বোয়া ঃ মধ্যপ্রদেশে পাচারকারীদের থেকে উদ্ধার হল বিরল প্রজাতির লাল স্যান্ড বোয়া সাপ। দু'মুখো এই সাপের বাজার মূল্য আনুমানিক ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা। বিষহীন বিরল প্রজাতির এই সাপটি বিক্রি করতে এসে পুলিসের জালে ধরা পড়ল পাঁচজন। মূলত কসমেটিক সামগ্রী ও ওষুধ তৈরির কাজে ব্যবহার হয়ে থাকে। এছাড়া কালা যাদু দেখাতে সাপটি অনেকে ব্যবহার করেন।

সুন্দরবনের বাঘ ঃ ডিসেম্বর ২০১৯

★ **৬ ঃ বৃদ্ধি পেয়েছে বাঘের সংখ্যা ঃ** সুন্দরবনসহ সারা দেশেই বৃদ্ধি পেয়েছে বাঘের সংখ্যা। ২০০৬ সালে সারা দেশে বাঘের সংখ্যা ছিল ১ হাজার ৪১১টি।

৮ ঃ প্রভাস মুণ্ডা (২৭)কে বাঘে নিল ঃ সুন্দরবনের হরিণখালি খাল এলাকায় মাছ ধরার সময় জঙ্গল থেকে একটি বাঘ ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রভাস মুণ্ডা (২৭) তুলে নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে চলে যায়। তাঁর বাড়ি গোসাবা ব্লকের কুমিরমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের মৃধাপাড়ায়।

১১ ঃ মনোজ মণ্ডল মারা গেল ঃ বাঘের আক্রমণে নিখোঁজ হল।

১৯ ঃ হামিদ আলি সেখ (৩২) মারা গেল ঃ চুলকাটি জঙ্গলের ঘটনা। নিহতের গ্রাম কুলতলির দক্ষিণ দুর্গাপুরে বনদপ্তরের অনুমতি নিয়েই তাঁরা জঙ্গলে মাছ, কাঁকড়া ধরতে গিয়েছিলেন।

২৩ ঃ নিমাই সাউ (৪০) মারা গেল ঃ নিমাই সাউ (৪০)কে বিদ্যা নদী লাগোয়া বেনিফেলি জঙ্গল থেকে বাঘ বেরিয়ে এসে আক্রমণ করে। নিমাই আর্তনাদ করলে তার সঙ্গীরা লাঠি নিয়ে ছুটে গেলে নিমাইকে ফেলে রেখে বাঘ পালিয়ে যায়। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে মারা যায়। তার বাড়ি মৈপীঠের মনসাতলায়।

সম্প্রতি ঘটে যাওয়া বিশেষ বিশেষ খবর ঃ ডিসেম্বর ২০১৯

৩০.১১ ঃ পশু চিকিৎসককে গণধর্ষণ ও পুড়িয়ে মারার অভিযোগে জেল হাজত ঃ

হায়দরাবাদ 'নির্ভয়াকাণ্ডে' ধৃত ৪ জনকে ১৪ দিনের পুলিশ হেফাজতে পাঠাল আদালত। ২৭.১১.১৯ রাতে গণধর্ষণের শিকার হন হায়দরাবাদে কর্মরত এক মহিলা পশু চিকিৎসক। এক ঘন্টা ধরে ধর্ষণের পর ওই চিকিৎসককে খুন করে পুড়িয়ে কালভার্টের তলায় ফেলে রেখে যায় অভিযুক্তরা। বৃহস্পতিবার সকালে ওই কালভার্টের তলা থেকে চিকিৎসকের অগ্নিদগ্ধ দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। পরে ২৯.১১ ভোরে অভিযুক্ত ৪ জন পুলিশের গুলিতে মারা যায়।

১.১২ ঃ চলে গেলেন ইতিহাসবিদ সুরজিৎ দাশগুপ্ত (৮৫) ঃ

রবিবার সকালে মুম্বইয়ে পরলোকগমন করেন।

★ সঙ্গীত মেলায় গাইবেন ৫০০০ শিল্পী ঃ

এখনও পর্যন্ত ১ লক্ষ ৯৪ হাজার লোকশিল্পীকে ভাতা দেওয়া হচ্ছে। এবারের সঙ্গীত মেলা শুরু হচ্ছে ৪ ডিসেম্বর। এবার কলকাতার দশটি মঞ্চে হবে এই উৎসব। ৫ তারিখ থেকে ৮ তারিখ চারুকলা পর্ষদ প্রাঙ্গণ সংলগ্ন মুক্তমঞ্চে অনুষ্ঠিত হবে বিশ্ববাংলা লোকসংস্কৃতি উৎসব। এবারের সঙ্গীত মেলায় প্রদান করা হবে বিশেষ সঙ্গীত মহাসম্মান, সঙ্গীত মহাসম্মান, সঙ্গীত সম্মান। কলকাতার ১০টি মঞ্চে অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন ৫ হাজারেরও বেশি সঙ্গীতশিল্পী ও যন্ত্রসঙ্গীত শিল্পী।

৩ ঃ ৮ জনের পকেটে বিশ্বের অর্ধেক সম্পদ ঃ

বর্তমান বিশ্বে অন্তত ১০০ কোটি ডলার পরিমাণ সম্পদ রয়েছে, এমন মানুষের সংখ্যা ১৯১০ জন। এদের মোট সম্পদের পরিমাণ হল পৃথিবীর ৭০ শতাংশ। এখন বিশ্বের সেরা ধনকুবের হলেন অ্যামাজন-এর জেফ বেজোস। বেজোস ১৩১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের মালিক। ভারতীয় মুদ্রায় ৯৩,৯৩,৮১,৩৫, ০০,০০০ টাকা। দ্বিতীয় বিল গেটস ১০৬.২ বিলিয়ন ডলার। এরপর ওয়ারেন বাফেট, বার্নার্ড আর্নল্ট, মার্ক জুকেরবার্গ, আমানসিয়ো ওর্তেগা, ল্যারি এলিসন, কার্লোস স্লিম হেলু। এই ৮ জনের মোট সম্পদের মূল্য ৬৯৬ বিলিয়ন ডলার।

৪ ঃ এমএসকে-এসএসকে শিক্ষকদের বেতন ঃ

এসএসকে সহায়িকাদের বেতন ছিল ৫ হাজার ৯৫৪ টাকা। এখন বেড়ে হচ্ছে ১০ হাজার টাকা। মুখ্য সহায়িকা বেড়ে হচ্ছে ১০ হাজার ৩৪০ টাকা। এমএসকে সম্প্রসারিকাদের বেতন ছিল ৮ হাজার ৯৩০ টাকা। তা বাড়িয়ে করা হচ্ছে ১৩ হাজার টাকা। এমএসকে মুখ্য সম্প্রসারিকাদের বেতন ছিল ৯ হাজার ২৫৪ টাকা। হয়েছে ১৪ হাজার টাকা। এমএসকে-এসএসকে শিক্ষকদের দেখভালের দায়িত্বে থাকা অ্যাকাডেমিক সুপার ভাইজারদের বেতন ছিল ৭৮৩০ টাকা। হয়েছে ১২ হাজার ৫০০ টাকা। অ্যাকাডেমিক সুপারভাইজারদের টিএ ছিল ১ হাজার টাকা। হয়েছে ১৫০০ টাকা। এমএসকে এবং এসএসকে স্কুলের শিক্ষকদের বোনাস বাবদ ৪ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। রাজ্যে পঞ্চায়েত দপ্তরের অধীনে এমএসকে শিক্ষক রয়েছেন ১৭ হাজার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ১৩০০টি এবং এসএসকেতে শিক্ষক ৪২ হাজার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ১৯০০টি। নয়া এই নির্দেশিকা ২০১৯ সালের ১ এপ্রিল থেকেই কার্যকর হবে বলে জানা গিয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তরের অধীনে এমএসকে-এসএসকে শিক্ষক-শিক্ষিকারী রয়েছেন প্রায় চার হাজার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ৪৯৫টি।

৭ ঃ এনকাউন্টারে নিহত ১০৩ ঃ

উত্তরপ্রদেশ পুলিশের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গত দু'বছরে একাধিক এনকাউন্টারে তারা ১০৩ জন অপরাধীকে খতম করেছে।

১০ ঃ ফের সেরা শহর লন্ডনই ঃ

লন্ডন, নিউ ইয়র্ক, টোকিও, প্যারিস সবচেয়ে আকর্ষণীয় শহর। তবে ১ নম্বরে লন্ডনই। উঠে এল 'গ্লোবাল পাওয়ার সিটি ইনডেক্স ২০১৯' রিপোর্টে। এই রিপোর্ট দেয় মোরি মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশনের ইনস্টিটিউট অফ আরবান স্টাডিজ। সংস্থাটি টোকিওর। এ নিয়ে টানা আট বছর সেরার শিরোপা পেল লন্ডন।

★ ক্লাসে শিক্ষকদের মোবাইল নিষিদ্ধ ঃ

স্কুলশিক্ষা দপ্তর ঘোষণা করেছে, ক্লাসে কোনো শিক্ষক বা শিক্ষিকা মোবাইল ব্যবহার করতে পারবেন না। জানুয়ারি থেকেই এই নয়া নিয়ম কার্যকর হবে। প্রত্যেক পড়ুয়া ও শিক্ষক-শিক্ষিকাকে সকাল ১০টা ৪০ মিনিটের মধ্যে স্কুলে ঢুকতে হবে। ১১টার মধ্যে স্কুলে না ঢুকলে, ওই দিনের জন্য তিনি 'অনুপস্থিত' হবেন।

১৬ ঃ ৩ কেজি ইলিশের দাম ১০ হাজার ঃ

ওড়িশার পরেশকুমার সাউর জালে ইলিশটি ধরা পড়ে। ওজন ২ কেজি ৭০০ গ্রাম। সাড়ে ৩ হাজার টাকা কেজি দরে বিক্রি হয়েছে ৯ হাজার ৪৫০ টাকায়।

১৭ ঃ শ্রীরাম লাগুর (৯২) জীবনাবসান

হিন্দি, মারাঠি নটিক এবং অভিনয় জগৎ হারাল এক দিকপালকে। তিনি ১০০টির বেসি হিন্দি এবং মারাঠি সিনেমা এবং ৪০টির বেশি মারাঠি, হিন্দি এবং গুজরাটি নাটকে অভিনয় করেছেন। ২০টির বেশি মারাঠি নাটকের নির্দেশক। তিনি ছিলেন ইএনটি শল্যচিকিৎসক।

২৩ ঃ বিশ্বের জনসংখ্যা ৭৭৫ কোটি ঃ

২০১৯ সালে বিশ্বের মেটি জনসংখ্যা ৭৭৫ কোটি। গত বছরের তুলনায় ৮ কোটি ৩০ লক্ষ বেশি। 'জার্মানি'স ফাউন্ডেশন ফর ওয়ার্ল্ড পপুলেশন'-এর সমীক্ষা রিপোর্টে ২০১৮ সালের তুলনায় এবছর প্রতি সেকেণ্ডে ২.৬টি বেশি শিশু জন্মগ্রহণ করেছে। ২০২৩ সাল নাগাদ সারা পৃথিবীর জনসংখ্যা হবে ৮০০ কোটি। এই মুহূর্তে বিশ্বে জন্মহারের গড় ২.৪। জন্মহারে শীর্ষে আফ্রিকার দেশগুলো। সেখানে এই হার ৪.৪। ২০৫০ সালে আফ্রিকা মহাদেশের জনসংখ্যা ১৩০ কোটি থেকে বেড়ে হবে ২৫০ কোটি।

২৪ ঃ মিশনে যিশু-পূজা ঃ

যিশুপূজা হল শিলচর রামকৃষ্ণ মিশনে। সন্ধ্যার নিত্য আরতির পর যিশু খ্রিস্টকে আসনে বসিয়ে কেক, চকলেট, ফল দিয়ে পূজা করা হয়। বাদ যায়নি ক্যারলও। সচিব স্বামী গণদীশানন্দ মহারাজ যিশুর জীবন নিয়ে আলোচনা করেন।

২৬ ঃ গলা পর্যন্ত পুঁতে দেওয়া হল ঃ

প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের গলা অবধি মাটিতে পুঁতে রাখতে হবে সূর্যগ্রহণের সময়। তাতেই সম্পূর্ণভাবে সেরে যাবে। বিশ্বাস করে কর্ণাটকের এক শ্রেণির মানুষ। বলয়গ্রাস সূর্যগ্রহণের সময় তিন প্রতিবন্ধী সন্তানকে গলা অবধি মাটিতে পুঁতে রাখলেন বাবা-মা। ৮টা থেকে বেলা ১১টা ৫ মিনিট পর্যন্ত। ঘটনাটি কালবুর্গির শহরের কাছে তাজ সুলতানপুর গ্রামের।

প্রশ্ন-উত্তর — ৪৬

১৪১) পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের প্রথম পাটকলটি কোথায় স্থাপিত হয়? ১৫২) কোন নদীতে মশানজোড় ডাম (কানাডা ড্যাম) অবস্থিত? ১৫৩) জম্মু ও কাশ্মীরের জওহর টানেলের মধ্যে দিয়ে কোন রাস্তাটি গেছে — NH 44 (পূর্বতন NH 1A) / NH 34? ১৫৪) 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রথম কোন শহরে বাণিজ্য শুরু করে? ১৫৫) 'ইয়ং ইন্ডিয়া' পত্রিকার সম্পাদক কে ছিলেন? ১৫৬) কোন বিদ্রোহের সময় চাপাটি আন্দোলন শুরু হয়? ১৫৭) দৈর্ঘ্য-প্রস্থে 'তেরঙ্গা' পতাকার অনুপাত কত? ১৫৮) ইন্দোনেশিয়ায় আয়োজিত এশিয়ান গেমসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কে ভারতের পতাকা বহন করলেন? ১৫৯) বিশ্বের প্রথম ক্রিকেটার প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। বিশ্বের প্রথম ফুটবলার রাষ্ট্রপ্রধান কে? ১৬০) হিজরি কোন মাসে হজ পালিত হয়?

গত সংখ্যার (জুলাই) উত্তর

১৪১) গুগল, ১৪২) রিতু বেরী, ১৪৩) তপন কুমার, ১৪৪) ২৯ আগস্ট, ১৪৫) ভারত ছাড়ো, ১৪৬) মীরাট, ১৪৭) মাইকেল ও'ডায়ার, ১৪৮) কলকাতা, ১৪৯) রাজেন্দ্রপ্রসাদ, ১৫০) ত্যাগ, শান্তি ও প্রগতি।

শরীর স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা-৪৪

লিভার ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায় টমেটো

★ এক গবেষণা থেকে জানা গিয়েছে লিভার ক্যান্সারের ঝুঁকি অনেকটাই কমায় টমেটো। অতিরিক্ত চর্বিজাতীয় খাবার লিভারে ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার প্রধান কারণ। এই অতিরিক্তমাত্রা চর্বি জাতীয় খাবারের জন্য অনেক সময় লিভারে ফ্যাট জমায়। ফলে লিভারের কার্যকারিতা কমতে থাকে। তাতে ক্যান্সারেরও ঝুঁকি বেড়ে যায়। টমেটোর মধ্যে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে লিকোপেনি। এটি একটি অ্যান্টি অক্সিডেন্ট হিসাবে কাজ করে। তাতে ক্যান্সার প্রতিরোধের সবগুণ বর্তমান। আমেরিকার টাফটস্ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, জাং-ডং ওয়াং জানিয়েছেন, টমেটো বিশিষ্ট যেকোনও খাদ্য সস, টমেটো পেস্ট, জুস প্রভৃতিতেই লিকোপেনি নামে এই পদার্থ রয়েছে। ওয়াং জানিয়েছে, লিকোপেনি সাপ্লিমেন্ট অর্থাৎ সম্পূরকের থেকে টমেটো বা টমেটোজাত খাবার লিভার ক্যান্সার প্রতিরোধে বেশি কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। এছাড়াও টমেটোর আরও গুণ রয়েছে ভিটামিন ই, ভিটামিন সি, ফোলেট, মিনারেলস্, ফেনোলিক কম্পাউন্ড এবং ফাইবার রয়েছে। এই টমেটো লিকোপনি অতিরিক্ত থাকার ফলে শুধু ক্যান্সার নয়, হৃদ্‌জনিত সমস্যা, অস্টোপোরোসিস, ডায়াবেটিস সহ প্রস্টেট, ফুসফুস, ব্রেস্ট ও কোলোন ক্যান্সারেরও ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে।

হারসুইটিজম, কিশোরী অস্বস্তিকর সমস্যা

★ 'হারসুইটিজম' একেবারেই অচেনা নাম। বয়ঃসন্ধিকাল থেকে কিশোরীদের শরীরে লোমের আধিক্য বাড়তে থাকে। এই লোমগুলোর অবস্থান, রং ও বিস্তৃতি ছেলেদের দাড়ি-গোঁফের মতো। একেই চিকিৎসাবিজ্ঞানের পরিভাষায় বলে হারসুইটিজম। মূলত কিশোরীদের মুখ ছাড়াও বগলে, বুকে, স্তনে এই অতিরিক্ত লোম দেখা যায়। অনেকের হাত-পায়েও পুরুষদের মতো লোম থাকে। মেয়েদের শরীরে অতিরিক্ত পরিমাণে পুরুষ হরমোন অ্যান্ড্রোজেনের উপস্থিতিতেই এই সমস্যা হয়। পলিসিস্টিক ওভারি, কনজেনিটাল অ্যাড্রেনাল হাইপারপ্লাসিয়া (জন্মগত রোগ), কুশিং সিনড্রোম, মেয়েদের শরীরে বয়ঃসন্ধিকালে গ্রোথ হরমোনের অতিরিক্ত উপস্থিত, ওভারিতে টিউমার হলে, শরীরে কোনও কারণে ইনসুলিন রেজিট্যান্স হয়ে গেলে, হাইপোইরয়েডিজমের শিকার হলে।

আরও উপসর্গ : যে কোনও কারণেই হারসুইটিজম হতে পারে। তবে এর সঙ্গে আরও কিছু উপসর্গ বর্তমান থাকতে পারে, সেগুলি হল অতিরিক্ত দুর্গন্ধময় ঘাম হওয়া,মেয়েদের শীরের গঠনে পুরুষালি প্রভাব পড়া, ওজন বৃদ্ধি, ঘাড়ের কাছে কালচে ছোপ, পিরিয়ডস অনিয়মিত হওয়া ইত্যাদি।

চিকিৎসা : সঠিক সময়ে চিকিৎসা হলে রোগটি সেরে যায় পুরোপুরি। হরমোন বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা শুরুর সময়ে কিশোরীদের ওজন অনুযায়ী উচ্চতা ঠিক আছে কিনা দেখা হয়। তারপর বেশ কিছু হরমোনাল লেভেল পরীক্ষার জন্য ব্লাডটেস্ট করানো হয়। বিশেষ করে থাইরয়েড, প্রোল্যাকটিন, কর্টিসোল, এফএসএইচ, সঙ্গে জরায়ুর বা সার্ভাইক্যাল রিজিয়নে কোনও সমস্যা আছে কি না দেখা হয়। পাশাপাশি ওজন বেশি থাকলে কমাতে হবে। তারপর দীর্ঘদিন ধরে হরমোন থেরাপি করে রোগমুক্তি ঘটানো হয়। *(২০.২.১৯)*

কীভাবে বই পড়বেন ও গুছিয়ে রাখবেন

★ **বই পড়ার সময় যা যা করবেন না ঃ** ১) বই পড়ার সময় কিছু দিয়ে দাগ দেবেন না। এতে বই অপরিষ্কার হওয়ার সঙ্গে অন্যের বই পড়তে অসুবিধা হয়। (২) বইয়ের পাতা ভাঁজ করবেন না। (৩) বই থেকে দরকারে পাতা ছিঁড়ে নেবেন না। (৪) পাতায় স্টিলের পেপার ক্লিপ লাগাবেন না। মরচে ধরে পাতা নষ্ট হয়ে যায়। (৫) ভারী বই পড়তে হলে বুক-কুশনে রেখে বই পড়ুন, এতে বইয়ের স্পাইন ভেঙে যাবে না। (৬) খেতে খেতে বই না পড়াই ভালো। (৭) পড়তে পড়তে বই উলটে রাখবেন না বা একেবারে মুড়ে পড়বেন না। এতে বইয়ের বাইন্ডিং ছিঁড়ে যেতে পারে। (৮) লাইব্রেরির ডিসপ্লে সেকশন থেকে বই নিয়ে পড়লে মনে করে সেখানে রেখে দেবেন।

কীভাবে বই গুছিয়ে রাখবেন ঃ ১) বই গুছিয়ে রাখুন বিষয় হিসাবে। (২) সহজে খুঁজে পেতে হলে বইয়ের লেভেলিং বা ট্যাগ লাগিয়ে নিতে পারেন। (৩) আলমারিতে বই রাখলে বিষয়ের ওপর লেভেলিং করে দিন। (৪) বইয়ের পাতা আলগা বা ছিঁড়ে গেলে বাঁধিয়ে নিন। (৫) স্যাঁতস্যাঁতে ভেজা ঘরে বইপত্র রাখবেন না। এতে বইয়ে ড্যাম্প লেগে যেতে পারে। (৬) বইয়ে যাতে পোকামাকড় না লাগে তার জন্য পেষ্ট কন্ট্রোলের ব্যবস্থা করতে পারেন। (৭) বই রেশিক্ষণ রোদে রাখবেন না। এতে পাতা নষ্ট হতে পারে।

বই দেওয়া-নেওয়া ঃ ১) খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু বা চেনা মানুষ ছাড়া কাউকে বই দেবেন না। (২) বই দেওয়ার সময় দিনক্ষণ লিখে রাখবেন। (৩) কারোর কাছ থেকে বই পড়তে নিলে একইভাবে দিন লিখে রাখবেন ও সময়মতো ফেরত দেবেন।

বই পড়ার সময় ঃ ১) সাম্প্রতিক গবেষণায় জানা যাচ্ছে, শোওয়ার আগে বই পড়লে সেটা নাকি বেশি মনে থাকে। কারণ ঘুমের পর মস্তিষ্ক শান্ত হয়ে যায়, তার ফলে বিষয়গুলি চটজলদি স্মৃতি হয়ে থাকে। (২) বইয়ের পাতা ওলটানোর সময় কখনই থুতু ব্যবহার করবেন না।

শিক্ষা সংক্রান্ত

কেন্দ্র ও রাজ্যের বিভিন্ন প্রকল্প

★ মেকইন ইন্ডিয়া ঃ ২০১৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর এই প্রকল্পটি শুরু হয়। এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হল বহুজাতিক এবং দেশীয় কোম্পানিগুলির ভারতে দ্রব্য উৎপাদনে উৎসাহ দেওয়া এবং ভারতে ২৫টি ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

ডিজিটাল ইন্ডিয়া ঃ ২০১৫-র পয়লা জুলাই ভারত সরকার এই প্রকল্পটি রূপায়ণের মাধ্যমে ডিজিটাল ইন্ডিয়াতে রূপান্তরের পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে সকলের জন্য ফোন ব্যবহার, ইনফরমেশন টেকনোলজির ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ, সকলের জন্য তথ্যের উপলব্ধতা প্রভৃতি উদ্যোগ নেওয়া হয়।

প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনা ঃ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের আর্থিক সহায়তার লক্ষ্যে ২০১৫ সালের ৮ এপ্রিল এই প্রকল্পটি চালু হয়। MUDRA (মাইক্রো ইউনিটস্ ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড রিফাইনান্স এজেন্সি) যোজনাটি সকল ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ক্ষুদ্র উদ্যোকপতিদের কাছে উপলব্ধ করা হয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে ক্ষুদ্র উদ্যোগপতিরা ৫০ হাজার থেকে দশ লাখ টাকা ঋণ পেতে পারেন শিশু-কিশোর এবং তরুণ — এই তিনটি ক্যাটাগরিতে।

খাদ্যসাথী ঃ খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তর। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য** : সুলভ মূল্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্যের জোগান নিশ্চিত করে খাদ্য ও পুষ্টির নিরাপত্তা দেওয়া। **সুবিধা** : অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা, অগ্রাধিকার তালিকাভুক্ত পরিবার, বিশেষ অগ্রাধিকার তালিকাভুক্ত পরিবার ও রাজ্য খাদ্য সুরক্ষা যোজনা-১ এর তালিকাভুক্ত পরিবারের সমস্ত মানুষ ২ টাকা কেজি দরে পাবে। এছাড়া, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে পুষ্টি পুনর্বাসন কেন্দ্রে চিকিৎসাধীন শিশু, মা ও তাদের পরিবারের জন্য মাসে ৫ কেজি চাল, ২.৫ কেজি গম, ১ কেজি মুসুর ডাল ও ১ কেজি ছোলা বিনামূল্যে দেওয়া হচ্ছে বিশেষ কুপন চালু করে। জঙ্গলমহল, আয়লায়, চা বাগানের দার্জিলিংয়ের পাহাড়বাসী, সিঙ্গুরের অনিচ্ছুক কৃষক পরিবার এই বিশেষ প্যাকেজের আওতায় আছে।

সুফল বাংলা ঃ কৃষি বিপণন দপ্তর। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য** : চাষিদের কাছ থেকে লাভজনক দামে সরাসরি কৃষিজ পণ্য সংগ্রহ করে, যুক্তিযুক্ত দামে তা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয় বিপণন কেন্দ্রের মাধ্যমে। সিঙ্গুর তাপসী মালিক কৃষক বাজার এই প্রকল্পের মুখ্যকেন্দ্র।

গীতাঞ্জলি ঃ আবাসন দপ্তর। যাদের নির্দিষ্ট ঘরবাড়ি নেই, তাদের বাড়ি তৈরির জন্য ৭০ হাজার টাকা এবং দুর্গম এলাকায় ও সুন্দরবন এলাকায় ৭৫ হাজার টাকা করে দিচ্ছে। গৃহহীন ব্যক্তি যাদের মাসিক আয় ৬,০০০ টাকা বা তার কম তারাই এই সুবিধা পাবেন।

কন্যাশ্রী ঃ শিশু ও নারী উন্নয়ন এবং সমাজ কল্যাণ দপ্তর। এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হল কন্যার বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ। এই প্রকল্পে অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির (বয়স ১৩-১৯ বছর) অবিবাহিত ছাত্রীদের বার্ষিক ৭৫০ টাকা বৃত্তি (কে-১) এবং ২৫,০০০ টাকার এককালীন অনুদান (কে-২) দেওয়া হয়। চালু হয় ২০১৩ সালের ১ অক্টোবর। রাষ্ট্রপুঞ্জ কন্যাশ্রী বিশ্বসেরা প্রকল্পের শিরোপা দিয়েছে। ২০১৭ সালে ৬২টি দেশের ৫৫২টি 'সোশ্যাল সেক্টর স্কিম'-এর মধ্যে বিশ্বসেরা জন পরিষেবা পুরষ্কারে স্বীকৃতি দিয়েছে। **আবেদন প্রার্থীর যোগ্যতা** : সরকার স্বীকৃত কেন্দ্রে পাঠরতা অবিবাহিতা মেয়েরাই আবেদন করতে পারে। পারিবারিক বার্ষিক আয় ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকার মধ্যে থাকতে হবে।

সবলা ঃ নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজ কল্যাণ। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য** : কিশোরীদের স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থানগত উন্নতি ঘটিয়ে তাদের ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি করা হচ্ছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের তৈরি খাবার সরবরাহের মাধ্যমে অপুষ্টি দূর, স্বাস্থ্য, পরিবার ও শিশু সুরক্ষা এবং যত্নের ব্যাপারে সচেতনতা তৈরি করা হচ্ছে কিশোরীদের মধ্যে। **আবেদন প্রার্থীর যোগ্যতা** : ১১ থেকে ১৮ বছর বয়সী অবিবাহিতা কিশোরী কন্যারা বর্তমানে কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, নদিয়া, পুরুলিয়া, কলকাতা, মালদা এবং আলিপুরদুয়ার — এই ৭টি জেলায় এই প্রকল্পে সুবিধা পাচ্ছে।

শিক্ষাশ্রী ঃ অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দপ্তর এবং আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তর। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য** : পিছিয়ে থাকা পরিবারের পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণির ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার জন্য বার্ষিক বৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। তপশিলি জাতির ক্ষেত্রে পঞ্চম থেকে সপ্তম শ্রেণির জন্য বার্ষিক ৭৫০ টাকা হারে ও অষ্টম শ্রেণির জন্য বার্ষিক ৮০০ টাকা হারে এবং তপশিলী আদিবাসীদের ক্ষেত্রে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণির জন্য বার্ষিক ৮০০ টাকা হারে বৃত্তি দেওয়া হচ্ছে। **আবেদন প্রার্থীর যোগ্যতা** : তপশিলী জাতি বা উপজাতি সম্প্রদায়ের ছেলে বা মেয়ে আবেদন করতে পারবে। পরিবারের সারা বছরের আয় ২.৫ লক্ষ টাকা বা তার কম হতে হবে।

যুবশ্রী ঃ শ্রম দপ্তর। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য** : যুবশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে এমপ্লয়েমেন্ট ব্যাঙ্কে নথিবদ্ধ অষ্টম শ্রেণি উত্তীর্ণ ১৮ থেকে ৪৫ বছর বয়সী যুবক-যুবতীরা মাসে ১৫০০ টাকা হারে ভাতা পান। **আবেদন প্রার্থীর যোগ্যতা** : অষ্টম শ্রেণি উত্তীর্ণ, চাকরি প্রার্থী হিসেবে রাজ্যের শ্রম দপ্তরের এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্কে নাম নথিভুক্ত থাকতে হবে, বয়স হওয়া চাই ১৮-৪৫ বছর।

সবুজসাথী ঃ রাজ্য বন দপ্তর। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য** : এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিটি শিশুকে জন্মগ্রহণের পরেই একটি মূল্যবান গাছের চারা দেওয়া হবে। শিশু বড় হলে বৃক্ষটিকে আর্থিক প্রয়োজনে ব্যবহার করা যাবে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে সবুজ বাংলা গড়ে তোলা হচ্ছে।

গতিধারা ঃ রাজ্য পরিবহন দপ্তর। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য** : কর্মহীন এবং এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্কে নথিভুক্ত যুবক-যুবতীদের স্বনিযুক্তির একটি প্রকল্প। পরিবহন দপ্তরের গতিধারা প্রকল্প প্রসারিত করে কর্মহীন যুবক-যুবতীদের স্বনির্ভর করে তোলা। যেকোনও বাণিজ্যিক গাড়ি কিনলেই রাজ্য সরকার গাড়ির মোট দামের ৩০% অথবা সর্বোচ্চ ১ লাখ টাকা অনুদান বা ভর্তুকি হিসেবে দেবে এবং এই অর্থ ফেরত দিতে হবে না। **আবেদনকারীর যোগ্যতা** : যেকোনও বছরের ১ এপ্রিল ওই যুবক-যুবতীর বয়স ২০ বছরের বেশি, কিন্তু ৪৫ বছরের কম হতে হবে। তবে তপশিলী জাতি ও উপজাতি এবং ওবিসিদের ক্ষেত্রে বয়সের যথাক্রমে ৫ বছর ও ৩ বছরের ছাড় থাকবে। পারিবারিক মাসিক আয় ২৫ হাজার টাকার বেশি হবে না।

সমব্যথী ঃ রাজ্য পুর ও নগরোন্নয়ন এবং পঞ্চায়েত গ্রামোন্নয়ন দপ্তর। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য** : কোনও ব্যক্তির মৃত্যুর পর পারলৌকিক ক্রিয়াকর্ম, মৃতদেহের সৎকার, কবরস্থ বা অন্যান্য প্রচলিত রীতিনীতি পালন করার জন্য মৃতের আত্মীয়কে এককালীন দু'হাজার টাকা আর্থিক অনুদান দেওয়া হচ্ছে। **আবেদন করার যোগ্যতা** : মৃতের পরিবারকে অবশ্যই পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা এবং আর্থিকভাবে দুর্বল হতে হবে।

শিশুসাথী ঃ রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য** : জন্মের পর শিশুর জন্মগত কঠিন রোগের চিকিৎসার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। শুধু তাই নয়, শিশুসহ বাড়ির একজনের থাকা সমস্ত ধরনের জটিল অস্ত্রোপ্রচারের সব দায়িত্ব রাজ্য সরকারের।

লোকপ্রসার ঃ রাজ্য তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য** : লোকসংস্কৃতির সংরক্ষণ, পুনরুজ্জীবন, সমৃদ্ধির পাশাপাশি লোকশিল্পীদের জীবনের এবং সমৃদ্ধির সঙ্গে তাদের জীবনের মানোন্নয়ন ঘটানো, আর্থিক সহায়তা করাই এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য। এই প্রকল্পের মাধ্যমে লোকশিল্পীদের পরিচয় প্রদান করা, শিল্পীদের ভাতার ব্যবস্থা করা ও উন্নয়নমূলক সরকারি প্রকল্পের প্রচারের কাজে লাগানো হচ্ছে।

স্বাস্থ্যসাথী ঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য** : স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রত্যেক প্রান্তিক মানুষের দরজায় পৌঁছে দেওয়া। এই স্মার্ট কার্ড সমস্ত সরকারি হাসপাতালে গ্রহণযোগ্য। ১.৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ওই কার্ডধারীর পরিবারের যে কেউ বছরে চিকিৎসা পাবেন। জটিল রোগের ক্ষেত্রে ৩.৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিমার আওতায় থেকে চিকিৎসা করা যাবে। এছাড়া যাতায়াত ভাড়া বাবদ ২০০ টাকা এবং ভর্তির একদিন আগেও ছাড়া পাওয়ার পরের ৫ দিনের ওষুধও বিনামূল্যে পাওয়া যাচ্ছে।

অটল মিশন ফর রেজুভেনেশন অ্যান্ড আরবান ট্রান্সফর্মেশন (AMRUT) ঃ শহরের অধিবাসীদের জল সরবরাহ, যোগাযোগ, পয়ঃপ্রণালী ইত্যাদি প্রদানের উদ্দেশ্যে ২০১৫ সালের ২৪ জুন এই প্রকল্পটি চালু হয়। এই প্রকল্পটির উদ্দেশ্য হল — প্রত্যেকটি গৃহস্থ বাড়িতে জলের সুবন্দোবস্ত করা, শহরে উদ্যান এবং খোলা জায়গায় গাছপালা লাগানো, পরিবেশ দূষণ রোধের উদ্দেশ্যে পরিবেশ বান্ধব যানবাহনের ব্যবহার ইত্যাদি।

ন্যাশনাল হেরিটেজ সিটি ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড অগমেন্টেশন যোজনা **(HRIDAY)** ঃ ২০১৫ সালের ২১ জানুয়ারি এই প্রকল্পটি চালু হয়। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল হেরিটেজ শহরগুলির শহর পরিকল্পনা, অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধি এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে একটি সর্বতো প্রয়াস গ্রহণ করা। প্রাথমিকভাবে বারোটি হেরিটেজ শহরে এই প্রকল্পটি চালু করা হয় যার লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২৭ মাসের মধ্যে যাবতীয় কার্য সম্পাদন করা।

ভারতে সর্বাধিক হিন্দি, বাংলাভাষা দ্বিতীয়

★ ২০০১ সালের জনগণনায় হিন্দিভাষী মানুষের সংখ্যা মোট নাগরিকের ৪১.৩ শতাংশ। ২০১১ সালের জনগণনার রিপোর্টে জানা গেল দেশে হিন্দিভাষীর সংখ্যা আরও বেড়েছে। ২০১১ সালের জনগণনার রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, এ দেশে ৪৩.৬৩ শতাংশ মানুষ হিন্দিভাষী। তবে দ্বিতীয় স্থানে নিজের জায়গা ধরে রেখেছে বাংলা। তৃতীয় স্থানের লড়াইয়ে তেলুগুকে হারিয়ে ওই স্থান দখল করে নিয়েছে মারাঠি। ২০০১ সালের জনগণনায় বাংলাভাষী নাগরিকের হার ছিল ৮.০৩ শতাংশ। দশ বছরে তা বেড়ে হয়েছে ৮.১১ শতাংশ। মারাঠিভাষীর সংখ্যাও ৬.৯১ থেকে বেড়ে এখন ৭.০৯ শতাংশ। তেলুগুভাষীর সংখ্যা গত দশ বছরে ৭.১৯ থেকে কম এখন ৬.৯৩ শতাংশ। দেশের ২২টি নির্ধারিত ভাষার মধ্যে সবচেয়ে কম ব্যবহৃত হয় সংস্কৃত ভাষা। দেশের ১২৫ কোটি মানুষের দেশে মাত্র ২৮,৮২১ জন মাতৃভাষা সংস্কৃত বলে দাবি করেছেন। এর উপরেই রয়েছে বড়ো, মণিপুরি, কোঙ্কনি ও ডোগরি ভাষা। ইংরেজিকে মাতৃভাষা বলে মনে করছেন মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু এবং কর্ণাটকের ২ লক্ষ ৬০ হাজার মানুষ।

দেশে ১৯,৫০০টি মাতৃভাষা

★ সারা দেশে প্রায় ১৯,৫০০টি ভাষা ও উপভাষা মাতৃভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকাশিত সেনসাস রিপোর্ট থেকে এই তথ্য পাওয়া গেল। যেখানে বলা ১২১টি ভাষা ব্যবহার করেন ১০,০০০ বা তার বেশি মানুষ। যদিও সারা দেশের মোট জনসংখ্যার ৯৬.৭১ শতাংশ মানুষ শীর্ষ ২২টি ভাষাই ব্যবহার করেন।

লন্ডনে বাংলা

★ লন্ডনের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এবং সেখানকার বাসিন্দাদের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধির জন্য সিটি লিট নামক একটি সংস্থা সমীক্ষা চালিয়েছিল। জানা গিয়েছে, লন্ডনের তিন লক্ষ বাসিনন্দা কোনও-না-কোনও বিদেশি ভাষায় কথা বলেন: ৩৭ শতাংশ ইংরেজ বাংলা ভাষায় স্বচ্ছন্দে কথা বলতে পারেন। এই শহরে মানুষ কোন ভাষায় কথা বলেন, ১) ইংরেজি (২) বাংলা (৩) পোলিশ (৪) তুর্কি। ভারত ও বাংলাদেশ মিলিয়ে লন্ডনে ৭১ হাজার ৬০৯ জন বাঙালি বাস করেন। দ্বিতীয় সর্বাধিক কথিত ভাষা হিসেবে বাংলাকে সরকারি তকমা দেওয়া হল লন্ডনে। এটা বাঙালির পক্ষে গৌরবজনক। *(১৪.১২.১৯)*

● PRINTED, PUBLISHED & OWNED BY BISWAJIT MAHAKUR ● PRINTED AT SUSENI PRINTERS ● VILL. - GHUTIARY SHARIP, P.O. - BANSRA, SOUTH 24 PARGANAS ● PUBLISHED AT JOYGOPALPUR, P.O. - J.N.HAT, P.S. - BASANTI, DIST.- S.24 PARGANAS, PIN - 743312 ● PH - 8436644591, 8926420134 ● e-mail : prabhuhaldar@gmail.com
EDITOR : PRABHUDAN HALDAR